AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 17.08.2024 Time: 7.35 A.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন এবং ১৪ ই আগস্ট রাতে সেখানে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আজ দেশ জুড়ে ২৪ ঘন্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে।

চিকিৎসক খুনের ঘটনায় তদন্তকারী সিবিআই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গতকাল রাতভর সিজিও কমপ্লেক্সে জেরা করে। আজ তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট, পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনকে ভৎর্সনা করেছে।

২) আর জি কর ঘটনা নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেই শিলিগুড়িতে এক নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৩) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ১ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা ব্যয় বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের বিষয়টি অনুমোদন করেছে।

৫) সুন্দরবন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ক্ষেত্রের মর্যাদা পেতে চলেছে।

কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন এবং ১৪ ই আগস্ট রাতে সেখানে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আইএমএ আজ সকাল থেকে দেশ জুড়ে ২৪ ঘন্টা কর্মবিরতির দাক দিয়েছে। সংগঠনের

পক্ষে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ সকাল ৬ টা থেকে আগামীকাল সকাল ৬ টা পর্যন্ত জরুরী বিভাগ ছাড়া আর কোনো বিভাগে কাজ হবে না। বহির্বিভাগ এবং সার্জারিও বন্ধ থাকবে।

IMA এর ডাকা দেশব্যাপী এই কর্মবিরতি তে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল এসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠন, জয়েন্ট প্লাটফর্ম of Doctors, West Bengal , West Bengal Doctors Forum, Indian, Association of Dermatologist, Venereologist and Leprologists West Bengal State Branch-ও সংহতি জানিয়ে তাতে সামিল হয়েছে। Faculty Association of All India Institute of Medical Sciences (FAIMS) ও আজ ওপিডি ও OT পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। FAIMS এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক Chittaranjan Behera এবং সাধারণ সম্পাদক Dr. Amarinder Singh Malhi গতকাল নতুন দিল্লির AIIMS এর ডিরেক্টরকে চিঠি দিয়ে এই কর্ম বিরতির কথা জানান।

এই ঘটনায় দিল্লীর রামমোহন লোহিয়া হাসপাতাল, লেডি হার্ডিঞ্জ মেজিকেল কলেজ সহ অন্য হাসপাতালের ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়ারাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন বিহারের পাটনা মেডিকেল কলেজ ও নালন্দা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালরে অসামরিক চিকিৎসকরাও।

কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তকারী সিবিআই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গতকাল রাতভর সিজিও কমপ্লেক্সে জেরা করে। তিনি এখনও সেখানেই রয়েছেন। আজ তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠ ও চেস্ট বিভাগের প্রধান ডক্টর অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে গভীর রাত পর্যন্ত জেরা করা হয়। টালা থানার ওসিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৬ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে।

এদিকে, ঐ চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কর্তব্যরত নার্স, নিরাপত্তা রক্ষী, গ্রুপ ডি কর্মী সহ ১১ জনকে সিবিআই গতসন্ধ্যায় তলব করে। তাদেরও অনেক রাত পর্যন্ত জেরার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী সঙ্গীতা পালকে ঐ হাসপাতালের মাইক্রো বাইলজি বিভাগ থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি করা হচ্ছে। তিনি ঐ বিভাগেই চিকিৎসক শিক্ষক পদে ছিলেন।

সিবিআই-এর আধিকারকরা গতকালও চেস্ট বিভাগের সেমিনার হল ও পাশের ঘরগুলির বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহের কাজ করেন। সঙ্গে ছিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও।

এদিকে কলকাতা হাইকোর্ট হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনকে ভৎর্সনা করেছে। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম গতকাল তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, এই ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত। হামলাকারীদের জমায়েত সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আগে কেন খবর পায়নি, আদালত সেই প্রশ্নও তুলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, আর জি করের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে বদনাম করার জন্য এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম ও বিরোধী দল সব ধরণের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি গতকাল আর জি কর কান্ডে অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে

মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের এক মিছিল যোগ দেন। সাংবাদিকদের মমতা বলেন, পুলিশ ঐ ঘটনার তদন্ত ৯০ শতাংশ শেষ করে ফেলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করে সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উন্নাও, হাথরাসের মত ধর্ষণে বিভিন্ন নৃশংস ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এর প্রতিবাদ কেউ করেনা। ১৪ ই আগস্ট রাতে আর জি করে হামলা ও ভাঙচুরের জন্য তিনি আবারও বিরোধী বিজেপি ও সিপিআইএম-কেই দায়ী করেন।

এদিকে, বিজেপি নেত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ১৪ তারিখ আর জি কর হাসপাতালে হামলার ঘটনায় বিজেপি জড়িত থাকার অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন। কলকাতায় গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগের তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

আর জি করের চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণ এবং পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি গতকাল দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলন করে। দলের তরফে এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেই মহিলাদের ওপর ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়।

বিজেপি জাতীয় মহিলা মোর্চা, এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। মোর্চার প্রেসিডেন্ট ভানতি শ্রীনিবাসন গতকাল কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের বলেন, মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে বর্তমান রাজ্য সরকার যে ব্যর্থ, আরজিকরের ঘটনা তা প্রমান করছে।

এদিকে, আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি সমর্থকরা গতকাল কলকাতা সহ রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। বৃহস্পতিবার রাতেই শ্যামবাজারে পুলিশ ধর্না মঞ্চ ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মীরা গতকাল রাজ্য

সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আসার আগে পুনরায় মঞ্চ বাধার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। পুলিশ সেই সময় মহিলা কর্মীদের জোর করে আটক করে। বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষকেও আটক করা হয়। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেন, ভয় পেয়ে বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা আটক রাখার পর গতকাল রাতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ দলীয় নেতাদের লালবাজার থেকে ছাড়া হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সভাপতি জানান,বিজেপিকে চুপ করিয়ে রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ তাদের এভাবে আটক করে রেখেছিলেন। তবে বিজেপি চুপ করে থাকবে না। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহিলা মোর্চার সদস্যরা আজ বিক্ষোভ দেখাবে বলে রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন,মুখ্যমন্ত্রী মিছিল করলে পুলিশ তাকে সুরক্ষা দেয়। তবে বিজেপির তরফ থেকে গতকালের বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য অনুমোদন চাওয়া হলেও পুলিশ তা দেয়নি।

উল্লেখ্য সারাদিনই বিজেপির নেতাকর্মী,সাংসদ,বিধায়কদের হেনস্থা ও আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রী হয়েও অপরাধীদের শাস্তির দাবি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এতদিন কি করছিলেন রাজ্য সভাপতি সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। আরজিকরে দুষ্কৃতীদের আক্রমণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে দায়ী করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী গতকাল মিছিলে হাথরস,উন্নাও সহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সে বিষয়ে শ্রী মজুমদার বলেন,এই ঘটনাগুলি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তবে একটা সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসকের মৃত্যু আগে কোথাও ঘটেনি।

অন্যদিকে আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে আইসিসিআর-এ গতকাল বিজেপি মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ করে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি এক্সাইড মোড়েও বিজেপি মহিলা মোর্চা মোমবাতি নিয়ে মিছিল করে।

আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার মধ্যেই ১৪ তারিখ হাসপাতাল ও ধর্ণা মঞ্চে হামলার প্রতিবাদে এসইউসিআই কমিউনিস্ট রাজ্য জুড়ে আজ প্রতিবাদ দিবস পালন করবে। গতকাল তাদের ডাকা ১২ ঘন্টার ধর্মঘট সফল ছিল বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে।

বামফ্রন্টও আজ রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল বের করবে। কলকাতায় বিকেলে একটি কেন্দ্রীয় মিছিল রাসবিহারি মোড়ে জমায়োত করে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস পর্যন্ত যাবে বলে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জানিয়েছেন।

কংগ্রেসও মিছিলে সামিল হবে। এছাড়া জেলায় জেলায় মিছিল বের করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

আর জি করের ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে তোলপাড়ের মধ্যেই শিলিগুড়িতে এক নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেয়েটির সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে এক তরুণের পরিচয় হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ১৫ ই আগস্ট ঐ তরুণ ও তার তিন বন্ধু মিলে কাওয়াখালি এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রাতেই পরিবারের পক্ষ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর পুলিশ গ্রেপ্তার করে চারজনকে। ধৃতদের মধ্যে তিনজনই নাবালক। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

বর্ধমানের নান্দুরে আদিবাসী তরুনীকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রচার চলছে তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার

আমনদীপ জানিয়েছেন। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, মৃতার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এধরণের প্রচার বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি। না হলে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) নেতৃত্বে ৯ সদস্যের টিমগঠন করে খুনের তদন্ত শুরু হয়েছে । খুনী মৃতার পূর্ব পরিচিত এবং দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বলেও পুলিশ জানিয়েছে। খুবশীঘ্রই অপরাধী ধরা পড়বে বলে তিনি জানান। গত ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় বাথরুম যাবার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় প্রিয়ঙ্কা হাঁসদা নামে ঐ তরুনী। দীর্ঘ ক্ষন বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে এবং বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তার দেহ উদ্ধার হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। মৃতা ব্যাঙ্গালোরে একটি শপিং মলে কাজ করতেন। দিন কয়েক আগে তিনি বাড়ি ফেরেন। পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরশিক্ষায় তিনি এমএ করছিলেন।

উত্তরবঙ্গের রাঙ্গাপানিতে ফের দুর্ঘটনার কবলে ট্রেন। গতকাল রাত ১০ টা নাগাদ একটি মালবাহী ট্রেনের ২ টি কামরা রাঙাপানির নুমালিগড় রিফাইনারির ইয়ার্ডে লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ও আরপিএফ। তবে ইয়ার্ডের মধ্যে হওয়ায় মূল পরিষেবায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের বিষয়টি অনুমোদন করেছে। মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি সিসিইএ গতকাল বাগডোগরা বিমানবন্দরে নতুন অসামরিক এনক্লেভ তৈরির জন্য এয়ারপোর্ট

অথরিটির প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিয়েছে। এই এনক্লেভ নির্মাণে খরচ হবে এক হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা।

নতুন দিল্লীতে গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সাংবাদিকদের বলেন, ২০২৭ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই সম্প্রসারন প্রকল্পে ৭০ হাজার ৩৯০ বর্গমিটার মাপের নতুন টার্মিনাল তৈরি করা হবে। চূড়ান্ত ব্যস্ততার সময় সেখানে ঘন্টায় প্রায় তিন হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারেবন। বর্তমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বছরে ২৫ লক্ষ যাত্রী ওঠানামা করেন। নতুন প্রকল্প চালু হলে তা এক কোটি হবে। এর ফলে বিমানবন্দরের কার্যকারিতা আরও বাড়বে। এলাকায় পর্যটনের বিকাশও ত্বরান্বিত হবে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিবেশ বান্ধব টার্মিনাল ভবন তৈরিরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রী বৈষ্ণো আরও বলেন, বাগডোগরায় বিমানবন্দরের পাশাপাশি সামরিক বিমান ঘাঁটিও রয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাতেই এই সম্প্রসারণের কাজ হবে।

এদিকে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া - এএআই নতুন কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই কাজ শুরু হওয়ার কথা।

সুন্দরবন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ক্ষেত্রের মর্যাদা পেতে চলেছে । বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় সুন্দরবনের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এই প্রকল্পের রূপায়ণ শুরু হওয়ার কথা। যা সম্পূর্ণ হলে বাঘেদের দ্বিতীয় বৃহত্তম আবাস হয়ে উঠবে এই বনাঞ্চল।

এ প্রসঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, পরিকল্পিত প্রকল্পটির ব্যয় হবে ৪১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২৮৭০ কোটি

টাকা বহন করবে বিশ্বব্যাংক এবং বাকি ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ১২৩০ কোটি টাকা বহন করবে রাজ্য সরকার।

'সুস্থায়ী সমুদ্র সম্পদ ও অর্থনীতি সমন্বয়' নামক এই প্রকল্পটি ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মাধ্যমে মূলত ব-দ্বীপের বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামোকে মজবুত করে তোলা হবে সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা জানান, ৩৯টি দ্বীপের নদী বাঁধ শক্তিশালী করা হবে। বর্তমানে ২৫৮৫.৮৯ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাঞ্চলের আওতায় রয়েছে। নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ বেড়ে হবে ৩৬২৯.৫৭ বর্গ কিলোমিটার।

গঙ্গাসাগর মেলায় সারা ভারত থেকে আসা পুণ্যার্থী এবং বছরের অন্যান্য সময় আসা পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল তৈরি করছে রাজ্য সরকার। আগামী বছর জানুয়ারি মাসে গঙ্গাসাগর মেলার আগেই পুণ্যার্থীদের জন্য সেটি খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই কারণে পূর্ত দফতর আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়িটি তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে।

প্রতি বছর, জানুয়ারির একেবারে শুরুতে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ফলে সেই সময় তাঁর হাতেই এই নতুন সুবিশাল হোস্টেলের উদ্বোধনেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, এই হোস্টেল চালু হলে মেলার সময় তো বটেই বছরের অন্যান্য সময়েও পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা আরও ভালো হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষি দফতরের কাজকর্মে গতি ও স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার আঞ্চলিক অফিসগুলির ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যেগে চলা প্রকল্পগুলির কাজ যথাসময়ে শেষ করতেই এই উদ্যোগ বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

এই উদ্দ্যেশ্যে কৃষি দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে আরকেভিওয়াই, এটিএমএ, পিকেভিওয়াই এর মতো প্রকল্পগুলির সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া জেলায় সার সরবরাহ ও বন্টন সম্পর্কেও নিয়মিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ।

রবি ও খরিফ চাষের মরশুমে সার নিয়ে প্রায়শই সমস্যা তৈরি হয়।সারের অভাবে বা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হওয়ার জন্য চাষিদের সঙ্কটে পড়তে হয়। এই কারণে জেলগুলিতে সারের প্রকৃত পরিস্থিতি কি সে ব্যাপারে অবহিত থাকতে চাইছে দফতর। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় কৃষি দফতরের শতাধিক খামারের পরিস্থিতি নিয়েও নিয়মিত রিপোর্ট নিতে বলা হয়েছে। কৃষি ডিরেক্টরেট থেকে কোনও আধিকারিক বা আধিকারিকদের দল নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে জেলা পরিদর্শনে গেলেও তাঁদের আরও কি কি কাজ করতে হবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

---------- ----------